গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীভক্তিসন্দর্ভকার শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণ শ্রীমন্মহপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পিতার নাম শ্রীবল্লভ বা অনুপম। শৈশবকালে তিনি পিতৃব্য শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত রামকেলী গ্রামে বাস করিতেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শ্রীরূপ গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন, শ্রীঅনুপম তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কিছুকাল শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানের পর প্রভুর চরণ দর্শনাভিলাষে তাঁহারা উভয়েই নীলাচল যাত্রা করেন। পথে গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে শ্রীঅনুপম দেহরক্ষা করেন।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব সংসারে অনাসক্ত ছিলেন; সমস্ত ত্যাগ করিয়া কিরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিবেন, এই চিন্তা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল, মাতা পূর্ব্বেই দেহ রক্ষা করিয়া ছিলেন, তারপর পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, তখন হইতেই শ্রীজীব ভোগবিলাসে একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন।

শ্রীবল্লভের দেহরক্ষার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃপাপূর্ব্বক একদিন শ্রীজীবকে স্বপ্নে দর্শন দেন, তাহাতে শ্রীজীব একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ নাম গ্রামে ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ গমন করিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপের প্রত্যেক লীলাস্থল দেখাইলেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপাদেশে শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং অবশিষ্ট জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াই অতিবাহিত করেন। পথে কাশীধামে তৎকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং তীক্ষ্ণপ্রতিভাবলে তিনি পণ্ডিত মণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন।

কাশীতে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের চরণাশ্রয় করিলেন, এবং তাঁহাদের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্রে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরূপ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষাপ্রদান করিলেন। শাস্ত্রানুশীলনের সঙ্গে শ্রীজীব একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে চিত্ত নিবেশ